দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে-জুন ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

সাধু পলের ২০০০ বর্ষের জন্ম-বার্ষিকী পালন উদ্‌যাপনে তাঁর বিষয়ে ধ্যান করতে ও এ যুগে তাঁরই কর্মকাণ্ড অনুসরণ এবং অনুধাবন করতে ফাদার ফ্রাঙ্কো তাঁকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। খ্রীষ্টের জন্য নিবেদিত যারা তাদেরই একজন হয়ে তিনিও খ্রীষ্টের জন্য পলের মত আকাঙ্ক্ষা ও জ্বলন্ত আগুন হৃদয়ে ধারণ করেছেন। খ্রীষ্টেতে এক হওয়ার বাসনায় ফ্রাঙ্কো অনেক বেশী প্রেরণা পান সাধু পলের পত্রগুলি ও তার প্রচার পরিক্রমা থেকে। তিনি সাধু পলের কাছে প্রার্থনা চেয়েছেন, তাঁর পত্রগুলির অন্তর্নিহিত নির্দেশনা অনুসরণ করে সকল প্রচারকর্মী তাদের স্ব স্ব কৃষ্টিতে যেন এর প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

পল একজন দুর্বোধ্য লেখক সত্য তবে আকর্ষণীয়। তিনি অকৃতকার্যতায় ভেঙ্গে না পড়ে, আরও বেশী আগ্রহ নিয়ে কাজে নামেন। তিনি এমনই ব্যক্তি যিনি বাণী প্রচারে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর জীবনের সব-কিছুই প্রভুর জন্য। পলের লেখাগুলি পাঠ করে আমরা জানতে পারি তাঁর জীবনের আবেগ উচ্ছ্বাসের খ্রীষ্টবিশ্বাসকে আর দেখব ঐশ অনুগ্রহ মানব হৃদয়ে কী ঘটাতে পারে!

সাধু পলের মত বাণী প্রচারের জন্য আজও অনেকে তাদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। তাদের জীবন অভিজ্ঞতার কিছু খণ্ড চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সাদামাঠা জীবনযাপনকারী ক্যাটেখিষ্টগণ বলতে পারেন, খ্রীষ্টের জন্য আমি সব-কিছুই বরণ করে নিয়েছি।

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সাধু পলের কাছে ফ্রাংকোর পত্র

আমি ফ্রাংকো, ঈশ্বরের সেবক, যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতদূত, ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন, তাদেরকে যেন আমি বিশ্বাসের পথে নিয়ে আসি, নিয়ে আসি সেই সত্যেরই জ্ঞানের পথে যা ধর্মশীলতার সহায়ক। আর তাদেরকে শাশ্বত জীবনের আশ্বাস দান করি। যার প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর বহু যুগ আগেই দিয়েছেন। পল আমার বিশ্বাসের শিক্ষক, যে বিশ্বাস আমরা সহভাগিতা করি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু আমাকে অনুগ্রহধন্য করুন, শান্তিধন্য করুন।

'প্রৈরিতিক কাজে নিয়োজিত তোমাদের এবং তোমাদের সহযোগীদের জন্য প্রথমেই আমি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমার ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ তোমাদের বিশ্বাস বিশ্বের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচারে আমি অন্তর দিয়ে যাঁর সেবা করি, সেই ঈশ্বর হচ্ছেন আমার সাক্ষী যে, আমি তোমাদের কথা নিরন্তর মনে রাখি। আমার প্রার্থনায় আমি সর্বদা তোমাদের অনুনয়গুলো যাচনা করি' (রোমীয় ১:৮-৯), 'খ্রীষ্ট যেন আমাদের বিশ্বাস, আর তারপর আমাদের স্থিতমূল ও দৃঢ়ভিত্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে বাস করতে পারেন। ঈশ্বরের সকল পুণ্যজনদের সঙ্গে আমরা যেন ভালবাসার বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ করতে পারি; যাতে খ্রীষ্টের সেই জ্ঞানাতীত ভালবাসার পরিচয় পেয়ে, আমরা ঈশ্বরের পরম পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হতে পারি'(এফে ৩:১৩-১৯)।

অনেক দিন ধরে আমি আপনাকে চিঠি লেখার জন্য আগ্রহী, আপনাকে জানাতে যে, আমরা আপনার পত্রগুলো বার বার পড়ি – আমাদের সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান আর আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-ধ্যানে, যেহেতু এগুলো সত্যিকার অর্থেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ, উদ্দীপনার উৎস, জীবন্ত বিশ্বাস এবং আশা। যে অনুগ্রহ আপনার মধ্যে সক্রিয়, এবং আপনাকে আহ্বান জানিয়েছিল–মণ্ডলীর একজন নির্যাতনকারী–আইনের দাসত্ব থেকে খ্রীষ্টেতে মুক্তিলাভে – আজও তা আমাদের বিস্মিত করে এবং আমরা প্রভুতে হর্ষোৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে সেই দানের জন্য প্রভুর প্রশংসা গান করি যে, আপনি পৃথিবীর সত্তার পূর্ণতা লাভ করেছেন। বস্তুত আমরা আপনার পত্রসমূহ পাঠ করি এবং আমরা বিশ্বাসে উপনীত হই যে, যে অনুগ্রহ আপনার রূপান্তর সাধন করেছে, আজকের দিনেও তা সক্রিয়। আমরা এটা দেখে উৎসাহিত হয়েছি যে, আমাদের প্রভুর সেই একই আত্মা ঈশ্বরের সন্তান, মণ্ডলীতে ভ্রাতা ও ভগ্নি হওয়ার জন্য এবং যীশুর ক্রুশ থেকে নির্গত অনুগ্রহ অক্লান্তভাবে প্রচার করতে আমাদের এ আমলে অনেককে ডাকেন।

পল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি যদি আমাদের এ সমাজ পরিদর্শন করতে পারতেন, আপনার অন্তর মহান আনন্দে পূর্ণ হত। যে বার্তা আপনি এনেছিলেন, বহু কষ্ট ও নিপীড়ন-নির্যাতনের মাঝে, দামাস্কাস থেকে আরব, জেরুসালেম থেকে গালাতীয়, মেসিডোনিয়া এবং সুদূর রোম আর সম্ভবতঃ স্পেন পর্যন্ত, এই একই বার্তা আরও অনেক দেশে বর্তমানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মাঝে পৌঁছে গেছে, যা আপনার সম্পূর্ণ অজানা।

আপনার স্নেহভাজন এবং বন্ধু লুক পঞ্চাশত্তমীর সেই দিনের কথা লিখে গেছেন যে, "পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের লোক; মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া আর কাপ্পাদোসিয়ার অধিবাসী এবং পন্তাস ও এশিয়া, ফিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর এবং লিবিয়ার সাইরিনি-অঞ্চলের লোক; তাছাড়া রোমের লোক, ইহুদী ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী, দুই-ই – তারাও আছে এবং ক্রীট-দ্বীপ ও আরব-দেশের লোকেরাও" (শিষ্যচরিত ২:৯-১১) শিষ্যদের ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তির ঘোষণা তাদের নিজ নিজ ভাষায় শুনছিল, প্রত্যেকে তখন স্তম্ভিত। ঐ দিন থেকে যারা সেই বাণী

গ্রহণ করেছিল পবিত্র আত্মার কাজ ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে আর কখনও থেমে থাকেনি, বিরামহীন ভাবে চলছে। আর আমরা এখন আনন্দের সাথে ঘোষণা করে চলেছি – চাইনিজ, ইণ্ডিয়ান এবং ফিলিপিনো, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা – আফ্রো-আমেরিকান, এ্যাংলো এবং লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সব ধরনের অভিবাসী, তানজানিয়া থেকে এ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া থেকে জাম্বিয়া, কানাডীয় এবং অস্ট্রেলীয়, মেক্সিকান এবং মধ্য আমেরিকার পানামা জুড়ে স্প্যানিশ ভাষাভাষি, প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যবাহী রোমীয় এবং কোরীয় দীক্ষার্থী, সাঁওতাল, বাঙ্গালী, গারো, ত্রিপুরা এবং আরও অনেক অনেক জাতি-গোষ্ঠি ব্যাপক সংখ্যক প্রচারকের ঘোষণা শোনে, যে সকল প্রচারক যীশু খ্রীষ্টের বাণী তাদের নিজেদের ভাষায় ঘোষণা করে চলেছেন; আর প্রভুর ভোজ তাঁরা অনুষ্ঠিত করে চলেছেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হচ্ছে।

পুণ্য পিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যিনি খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর জীবন্ত প্রতীক হিসেবে ঈশ্বরের রহস্যময় প্রেমের মাধ্যমে নিযুক্ত, চলতি বছরকে “সাধু পলের বর্ষ” উদ্‌যাপনের ঘোষণা দিয়েছেন।

আর এ উপলক্ষে আমাকে আপনার পবিত্রতা সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে, তথাপি – ঈশ্বর জানেন যে, আমি বিনয়ী হবার ভান করছি না, কিন্তু আমি সত্য প্রকাশ করছি – পবিত্র শাস্ত্রের উপর আমার অধ্যয়ন এবং বিশেষভাবে আপনার পত্রগুলোর উপর পড়াশুনা করেছি। তবুও এ বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও ব্যাপকভাবে লিখতে সমর্থ নই। এ সম্বন্ধে লিখতে জ্ঞানের যে গভীরতার প্রয়োজন তারও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। প্রেরিতশিষ্য সেফাস, মণ্ডলীর একজন পরিচিত স্তম্ভ, যিনি যাকব ও যোহনের সাথে বার্ণাবাসের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন এবং জেরুসালেমে আপনার সহকর্মী চিহ্নস্বরূপ, যখন আপনি তাদের কাছে গোটা সুসমাচার ব্যাখ্যা করলেন যা আপনি বিজাতীয়দের কাছে প্রচার করছিলেন। পাঠকদের সতর্ক করে তিনি লিখেছিলেন : “আমাদের ভাই পল, যিনি আমাদের অতি প্রিয়, তোমাদের এ কথা বলেছিলেন, (কীভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের সেই মহাদিনটির প্রতীক্ষায় থাকতে হবে) যখন তিনি (পল) ‘তাঁকে দেওয়া গভীর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তোমাদের কাছে লিখে জানিয়েছেন’। ... তাঁর সকল ‘পত্রে এমন-কিছু কথাও রয়েছে, যা বোঝা তেমন সহজ নয়। আর ধর্মশিক্ষা নেই যাদের, মনের স্থিরতা নেই যাদের, তেমন লোকেরা তো ওই সব কথার বিকৃত অর্থ করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে’।”

আমি জ্ঞান প্রদর্শন করতে চাই না যা আমার নেই, আর যারা আপনার পত্রের গভীরতা ও উদ্যমকে বিকৃত করে তাদের একজন হওয়ার মত কোন ঝুঁকির মধ্যেও যেতে চাই না। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে, আমার মধ্যে – খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ফলে দীক্ষাস্নানের ঐক্যের দ্বারা রূপান্তরিত প্রত্যেক বিশ্বাসী যেমন – পবিত্র আত্মা বিদ্যমান এবং সক্রিয়, যাতে শাস্ত্র ফলদায়ী শিক্ষা হতে পারে – এমনকি সহজ-সরল নিরক্ষরদের জন্যও। যেহেতু আপনার পত্রগুলি পবিত্র শাস্ত্রের অংশ, আমরা সেগুলি প্রয়োগ করতে পারি, যেভাবে আপনি রোমীয়দের কাছে লিখেছেন, “পুরাকালে শাস্ত্রে যা-কিছু লেখা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তা লেখা হয়েছিল, যাতে শাস্ত্রবাণী আমাদের অন্তরে যে-নিষ্ঠা এবং যে-আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তার ফলে আমরা যেন আশায় উদ্দীপিত হতে পারি” (১৫:৪)।

আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার পত্র থেকে কয়েকটি অংশ বেছে নিই, যে অংশগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত এবং পথ দেখিয়েছে, রক্ষা করেছে – ঐশ আত্মার কাজের মধ্য দিয়ে – নিষ্ঠা এবং আশ্বাসে – আর আমি বিশ্বাস করি সেগুলি ‘আমার যাবার সময় পর্যন্ত আমার প্রাণে অর্ঘের মত ঢেলে দেওয়ার কাজ’ অব্যাহত থাকবে (২তিমথি ৪:৬)।

প্রকৃতপক্ষে আপনি অবগত আছেন কীভাবে ৪০ বছরের অধিক কাল পূর্বে ভাটিকান মহাসভার বিস্ময়কর উদ্‌যাপনের ঘটনার সময় থেকে আমাদের প্রজন্ম নবীকৃত বিশেষ আশীর্বাদে আশীবাদিত হয়েছে এবং উদ্দীপিত আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে যীশুর সুসমাচার জানাতে চায়। অনেককে আহ্বান জানানো হয়, আরও বেশী বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের পথে মন ফিরাতে এবং বিনম্র আগ্রহসহকারে ঐশবাণী শ্রবণ ও খ্রীষ্টের আত্মার প্রতি উদ্দীপিত হতে। যে কেউ আমার নিকট ব্যক্তিগত আবেদন করতে পারে, যেহেতু বিজাতীয়দের কাছে

সুসমাচার প্রচারের জন্য আমি পিতা ঈশ্বরের কৃপায় আহ্বান লাভ করেছি। এটা অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান, প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় "সংস্কৃত্যায়ন"।

এ বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা কতই না শুনেছি ও পড়েছি যা এতদসঙ্গে এবং অন্য কথার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে । আমাদের বলা হয়েছে যে, আমাদের বিশ্বাস অর্থাৎ সকল গোত্র ও ভাষার মানুষ, কৃষ্টি ও জাতিসত্তার উপর একটি কঠোর অভিন্নতা চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং শিষ্যদের/ ভক্তদের মধ্যে একটি সৌহার্দপূর্ণ বাস্তবতা সৃষ্টি করা যা আপনি বর্ণনা করেছিলেন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহরূপে, কিংবা বিভিন্ন অংশ মিলে একটি অট্টালিকা। তাদের প্রত্যেকের এক হওয়া প্রয়োজন আছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ঐক্যের পরিপূরক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একই সময়ে ভিন্নতা থাকবে।

আমার অতি প্রিয় শিক্ষক এবং প্রৈরিতিক উৎসাহ-উদ্দীপনার অগ্রগামী দূত, আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, মাঝে-মধ্যে আমি হতাশ হয়ে পড়ি এ রকম একটি স্পর্শকাতর এবং মৌলিক বিষয়বস্তুর বিষয়ে অনেক রচনা ও বক্তব্যের অগভীরতা দেখে। কেউ কেউ কথার ভয়ে আতঙ্কিত হয়, যেন যে স্বাধীনতার বিজয় খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর আমাদের জন্য অর্জন করেছেন, সেটাকে সযত্নে লালিত নিয়ম-কানুন, অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে যা মোটেই জীবন্ত বিশ্বাস এবং বিশ্বস্ততার কার্যকর ভালবাসা প্রকাশ করে না কিন্তু একটা বোঝাস্বরূপ আমাদের ওপর চেপে বসে, যে বোঝা "কতিপয় লোক" সেফাসের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল (গালা ২:১২)। আমাদের উচ্চকণ্ঠে আপনার সেই আবেগময় কথা বলতে হবে : " খ্রীষ্ট যখন আমাদের স্বাধীন ক'রে দিয়েছেন, তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন সত্যিই স্বাধীন হয়ে থাকি। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক তোমরা; নিজেদের ওপর আর সেই দাসত্বের জোয়ালটা চেপে বসতে দিয়ো না!" (গালা৫:১)। যখন আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তাই কারও উচিত হবে না নিয়ম-কানুন ও অনুশীলন চাপিয়ে দেওয়া যা সুসমাচারে নেই, তবে তা অন্য কৃষ্টি-ঐতিহ্যের রীতি-নীতি। প্রত্যেকের আপন কৃষ্টি-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ এবং জীবন যাপন করা উচিত। আর তা করতে হবে খ্রীষ্ট প্রদত্ত নব জীবনধারার মাধ্যমে।

তথাপি আমি উদ্বিগ্ন যে, তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা জনগণের কৃষ্টি এবং মন-মানসিকতা বুঝে জনগণের নিকট সুসমাচার প্রচারে যথার্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (যেমনটি আপনি এথেন্স এবং অন্যান্য আরও অনেক উপলক্ষে করেছিলেন), কিংবা যেখানে তারা জন্মগ্রহণ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে এবং ঐশবাণী অন্তরে গ্রহণ করেছে, এমন কি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যাতে নতুন উপাস্য বস্তুতে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

আপনি সে সময় যাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যারা বিভিন্ন বিজাতীয়দের মাঝ থেকে আসা যিহুদী আইন বিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল আর আপনি তার জন্য যে লড়াই করেছিলেন– অধ্যয়ন এবং 'সংস্কৃত্যায়ন' অনুশীলন দ্বারা মণ্ডলীকে নবায়ন করার এই প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে তারই অব্যাহত প্রক্রিয়া।

বিপরীতধর্মী নতুন বোঝার চাপ ছাড়াই আমাদের কৃষ্টির মধ্যে আমাদের বিশ্বাস অনুশীলন করার স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের সকলের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, মুক্তির আসল অর্থ সামগ্রিকভাবে যেন উপলব্ধি করতে পারি, খ্রীষ্ট যা আমাদের প্রদান করেছেন। একজন ইহুদী এবং একজন ফরিসি হওয়ায় আপনি নিজেকে গর্বিত বোধ করতেন : " যখন আমার বয়স আট দিন, তখনই তো আমি পরিচ্ছেদিত হয়েছিলাম, ইস্রায়েল-জাতির মানুষ আমি, বেঞ্জামিন-গোষ্ঠিতেই আমার জন্ম। আমি হিব্রু বংশের খাঁটি হিব্রু সন্তান। বিধান পালনের কথাই যদি বল, আমি ছিলাম একজন ফরিসি; (...) বিধান পালনে যে-ধরনের ধার্মিকতা অর্জন করা যায়, সেই ধার্মিকতার কথাই যদি বল, সে দিক থেকে আমি তো ছিলাম ত্রুটিহীন মানুষ!" তথাপি খ্রীষ্ট আপনাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা ভোগ করতে আপনি নিজেকে বন্ধনহীন মনে করেন : "কিন্তু আমার কাছে তখন এই যা-কিছু ছিল লাভের ব্যাপার, তা সবই আমি এখন ক্ষতি ব'লে মনে করি ... শুধু তাই নয়! আমার প্রভু খ্রীষ্ট-যীশুকে জানতে পারা এমনই অমূল্য সৌভাগ্য যে, আমি তার তুলনায় অন্য সমস্ত-কিছু ক্ষতি ব'লে মনে করি। আসলে তাঁকে ভালবেসেছি ব'লেই ওই সব-কিছু হারিয়ে ফেলা মেনে নিয়েছি আমি। আর এখন ওই সব-কিছু আবর্জনা বলেই মনে করছি, যাতে আমি

খ্রীষ্টকে লাভ করতে পারি, ... অন্তরে আমি পেয়েছি ধার্মিকতা– অবশ্য আমার নিজের সেই ধার্মিকতা নয় যা পাওয়া যায় বিধান পালনের ফলে, বরং সেই ধার্মিকতা, যা পাওয়া যায় খ্রীষ্টবিশ্বাসেরই গুণে...আমি তো খ্রীষ্টকে জানতেই চাই; জানতে চাই কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি...” (ফিলিপ্পীয় ৩:৪-১০)।

নিয়মকানুন, ঐতিহ্য, বিধান এবং কৃষ্টিসমূহের উর্ধ্বে (আমি যা বুঝি, এটা কোন বিষয় নয় যে, তা বিধানসংশ্লিষ্ট হিব্রু আর ইহুদী ঐতিহ্য হোক, কিংবা যেমন ইউরোপীয় অন্য সংস্কৃতি, ঠিক একইভাবে জাপান, কিংবা ভারত, চীন বা অন্য কোন দেশ থেকে আগত সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন ঐতিহ্য হোক না কেন) আপনি যে একমাত্র শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে বলেছেন, তা হচ্ছে দয়ার নীতি। যা আপনার প্রাত্যহিক জীবনচলার পথে ও প্রৈরিতিক আত্মনিবেদনে আলোকস্তম্ভ : “আমি একজন স্বাধীন মানুষ, কারও দাস নই; কিন্তু তবুও যতজনের পারি, ততজনেরই মন জয় করার জন্যে আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার ক’রে থাকি। ইহুদীদের মন জয় করার জন্যে ইহুদীদের কাছে আমি তো হয়েছি একজন ইহুদীরই মতো। মোশীর বিধানের অধীন-হয়ে-থাকা ওইসব মানুষের মন জয় করার জন্যে আমি তাদের কাছে হয়েছি বিধানের আওতায়-না-থাকা একজনেরই মতো। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমি ঐশ বিধানের আওতার বাইরেই আছি–আমি তো আসলে খ্রীষ্টের বিধানেরই অধীন। দুর্বল যারা, আমি তাদের কাছে হয়েছি দুর্বল–দুর্বলদেরই মন জয় করার জন্যে। সকলের কাছে আমি সব-কিছুই হয়েছি, যাতে, যেমন ক’রেই হোক, কয়েকজনকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি। আর এই সমস্তই আমি করেছি মঙ্গলসমাচারের জন্যে, যাতে আমিও তার ঐশ্বর্যের কিছু অংশ পেতে পারি” (১করি ৯:১৯-২৩)। আমি কামনা করি এবং যাচনা করি আমরা এ সব স্বাধীনতা পেতে পারি ! আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা আমাদের তাঁর আত্মাকে প্রদান করেন আর ক্রুশের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেন।

আমার সর্বাধিক প্রিয় ভ্রাতা ও গুরু, আমি জানি, আপনার এই কথাগুলো আমাদের যে “সংস্কৃত্যায়ন”-এর কথা বলছি তা সরাসরি উল্লেখ করে না। তবুও আমি বিশ্বাস করি, উভয় প্রচারকদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে তাদেরকে দেখা হয়ে থাকে – তাদের ‘মানবীয় জ্ঞানের ভাষায় প্রচার’ করা উচিত নয়, ‘পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশের নিজস্ব আবেদন তাতে নিষ্ফল হয়ে যায়’ (১করি১:১৭) এবং যাদের কাছে বাণী প্রচারিত হয়; আপনাকে এবং প্রভুকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, ‘দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্যেও পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দ অন্তরে নিয়েই ঐশ বাণী বরণ’ করা উচিত।

“আর এই সমস্তই আমি করেছি মঙ্গলসমাচারের জন্যে, যাতে আমিও তার ঐশ্বর্যের কিছু অংশ পেতে পারি”। আপনার এই কথাগুলো আমি প্রায়ই স্মরণ করি।

তারা স্বাধীনতা প্রকাশ করে ভালবাসতে, যা আপনার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে ক্ষুদ্রতমদের প্রতি এবং আপনার বন্ধুজন এবং সহযোগীদের প্রতি মনোযোগী। মনে রাখার ক্ষমতা এবং আপনার প্রার্থনায় ভ্রাতৃসমাজকে স্মরণে রাখা যা আপনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিংবা পরিদর্শন করেছিলেন, সেই মায়েরই মত, যে মা কখনও তার সন্তানদের ভুলে যান না, এমন কি সন্তানেরা সংখ্যায় অনেক হলেও, দূরে অবস্থান করলেও, অবাধ্য হলেও।

সাধু পিতরের মহামন্দিরে এ বছর পাস্কা পর্ব পালনে প্রাক্কালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রদত্ত উপদেশের একটি অংশ উল্লেখ করছি। তিনি বলেছিলেন যে, দেহগত অবস্থান আমাদের অস্তিত্বকে সীমিত করে, আর এ কথা সত্য সকলের বেলায় যেমন, যীশুর বেলায়ও তেমন। কিন্ত “মৃত্যু দ্বারা তিনি পিতার ভালবাসায় প্রবেশ করেন (...)। ভালবাসার মাধ্যমে তিনি এখন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত, তিনি এ ধরনের বাধা বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। তিনি কেবলমাত্র বহির্জগতে বদ্ধ দরজা অতিক্রম করতে সক্ষম নন, মঙ্গলসমাচারগুলো যেমনটি বিশেষভাবে বর্ণনা করে (দ্র:যোহন ২০:১৯)। “তুমি” থেকে “আমি”-তে পৃথক হয়ে তিনি অভ্যন্তরীণ বদ্ধ দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে পারেন, গতকাল এবং আজকের মাঝে বদ্ধ দরজাসমূহ, অতীত এবং ভবিষ্যতের মাঝে (...) । এটা সংঘটিত হয়েছিল পলের সাথে, যিনি তার পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং দীক্ষাস্নানের বর্ণনা এভাবে দেন : ‘এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্ট হয়েই জীবিত আছি’ (গালা ২:২০)। উত্থিত একজনের

আগমনের মধ্য দিয়ে পল এক নতুন পরিচয় লাভ করেছিলেন। তার বদ্ধ 'আমি' উন্মুক্ত হয়েছিল। এখন তিনি বিশ্বাসীবর্গের মহান 'আমি'-তে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন-বন্ধনে বাস করছেন। যে বিশ্বাসীবর্গ 'খ্রীষ্ট যীশুতে এক' হয়েছে – যা তিনি স্থাপন করেছেন।

কারণ আপনি খ্রীষ্টেতে এক, আপনার আছে খ্রীষ্টের হৃদয় ও মন, আপনি করিন্থীয়দের কাছে লিখেছেন : "আমাদের মনের দরজাটা তোমাদের সামনে খুলেই রেখেছি। আমাদের অন্তরে তোমাদের স্থানের কোন অভাব নেই – সে অভাব রয়েছে বরং তোমাদেরই অন্তরে। এখন তোমরাই বরং আমাদের সামনে তোমাদের মনের দরজাটা খুলে দাও – যোগ্য প্রতিদানই দাও! তোমরা আমার সন্তান ব'লেই তো এই কথা তোমাদের বলছি" (২করি ৬:১১-১৩)।

আপনার অন্তর একজন বন্ধুর একনিষ্ঠতা স্মরণ করতে পারে এবং তা কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছে শুধু মাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে যারা কোন না কোনভাবে আপনার মঙ্গল করেছে। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে সে সব লোকদের নামের তালিকা পাঠ করি যাদেরকে আপনি আপনার কয়েকটি পত্রের শেষে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। "এবার আমি তোমাদের জানাচ্ছি, আমাদের ধর্মবোন ফৈবী প্রকৃত-ই যোগ্য মানুষ। ইনি কেংক্রেয়া-মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা। আমার অনুরোধ, পুণ্যজনদের পক্ষে তাঁর মতো কাউকে প্রভুর নামে যেন অভ্যর্থনা জানানো উচিত, তোমরাও তেমনি ভাবে এঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ো। এঁর কোন সাহায্যের দরকার হলে–তা যে-ব্যাপারেই হোক না কেন–এঁকে সাহায্য ক'রো! ইনি নিজেই তো বহু লোককে সাহায্য করেছেন–তার মধ্যে আমিও একজন। যীশুখ্রীষ্টের সেবাকর্মে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে তোমরা আমার প্রীতি-নমস্কার জানিয়ো; আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাঁরা নিজেদের জীবনও বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীর মানুষেরাও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের বাড়ীতে যে-ভ্রাতৃমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদেরও আমার প্রীতি-নমস্কার জানিয়ো...(রোমীয় ১৬:১-৫)। আপনি আপনার বন্ধু ইপেনিতুস এবং মেরী, আন্দ্রোনিকুস এবং জুনিয়ুস, আমপ্লিয়াতুস এবং উর্বাণ এবং আরও অনেকের কথা–এক লম্বা তালিকা–স্মরণ করেছেন । এটা আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, আপনি শিখেছিলেন কীভাবে অনুভূতি এবং উষ্ণতায় সত্য, গভীর বন্ধুত্ব, ঐশ্বর্য টিকে থাকে, আর তা বেঁচে থাকে প্রভুতে। ফলে ঐশকৃপা মঙ্গলসমাচার প্রচারে একটা সুবিধাজনক পথ তৈরী করে, ভালবাসা অনুশীলন করতে এবং ঐক্য সৃষ্টি করতে আপনি কলসীয়দে কাছে যেমনটি লিখেছিলেন : "তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল। পরস্পরের প্রতি তোমরা ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর। আর সমস্ত-কিছুর ওপরে স্থান দাও ভালবাসাকে, কারণ ভালবাসাই সব-কিছুকে এক ক'রে তোলে, পূর্ণ ক'রে তোলে। খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক! তোমরা তো সকলে সেই এক দেহের অঙ্গ হয়ে এমন শান্তি লাভের জন্যেই আহূত হয়েছ। তোমরা ঈশ্বরের প্রতি সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থাক!" (কলসীয় ৩:১২-১৫)।

ফিলেমনের কাছে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে, মনিব ফিলেমন এবং ক্রীতদাস অনেসিম উভয়ের প্রতি কী অপূর্বরূপে আপনি আপনার তীব্র ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। আর কী বিচক্ষণতার সাথেই না খ্রীষ্টেতে নব জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন যা সত্যিই আমাদের পারস্পরিক আচরণকে রূপান্তরিত করে। যেখানে সামাজিক রীতি-নীতি এবং আইন মোটেও প্রাসঙ্গিক নয় !

শ্রদ্ধেয় পল, আমাকে আপনার নিকট অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমি সর্বদা অস্বস্তি বোধ করছি যখন এ চিঠির কথা আমি ভাবি। আমি ভেবে বিস্মিত হই যে, কীভাবে আপনি এই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ না ক'রে থাকতে পারলেন। ইদানীং এর উপর একটি গভীর চিন্তা-ধ্যান আমার উপলব্ধির চোখ খুলে দিয়েছে যে, আসলে আপনি সমস্যার কেন্দ্রে গিয়েছেন এবং আমাদের যে সমাধান দিয়েছেন শুধুমাত্র দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করা নয় কিন্তু আরও অনেক পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে সামাজিক স্বাধীনতা ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার। আপনি অনেসিম

এবং ফিলেমন উভয়কে বলেছেন যে, তারা যদি খ্রীষ্টেতে জীবন-যাপন করে, তাদের দু'জনের বাহ্যিক নিয়ম-প্রণালী নিয়ে বিরক্ত না হতে আর সেগুলির আমূল পরিবর্তন না করতে আমরা প্রস্তুত। এ বিষয়টি উপর আপনি আপনার সংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যেমন আমাদের অন্তরের অব্যাহত পরিবর্তনের চাবিকাঠি আমাদের দিতে চেয়েছেন তেমনি খ্রীষ্টেতে সবকিছু নবায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেছেন : আমাদের কৃষ্টি, সামাজিক রীতি-নীতি আর সবকিছু ।

আমার অতিপ্রিয় পল, এখনও অনেক চিন্তা-চেতনা এবং উপলব্ধি যা আমি আপনার সাথে সহভাগিতা করতে চাই, তবে আমার মনে হয়, আমাকে অবশ্যই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আপনার কাছে একটি আশার কথা আমাকে বলতে দিন। আশাটি হচ্ছে যে, "সাধু পলের বর্ষ" পালন হতে পারে আমাদের মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক সমাজের জন্য আপনার লেখাগুলি আরো অনুধাবন করার একটি উপলক্ষ। আর পবিত্র আত্মার গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান পূর্ণ করতে মণ্ডলী এ বর্ষটি উদ্‌যাপন করবে। পবিত্র আত্মা চান আমাদের মধ্যেকার বিভেদসমূহ আমরা যেন জয় করি এবং খ্রীষ্টেতে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করি যেমনটি আপনি দুঃখভরে করিন্থীয়দের এই ব'লে সতর্ক করেছিলেন : "খ্রীষ্ট কি তাহলে বিভক্ত হয়েছেন নাকি ?"

আমাদের অবশ্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্ট আমাদের জ্ঞাননিধি আর আমাদের অন্য কোন জাগতিক শক্তির খোঁজ করা উচিত নয়। আমরা, বাংলাদেশের মণ্ডলী, আপনার এই কথাগুলি মহা সান্ত্বনা ও আনন্দের সাথে শুনি : " তোমরা যে ঈশ্বরে আহূতজন, সেই কথা মনে রেখে একবার ভেবে দেখ তো, ভাই, তোমাদের মধ্যে অল্প লোকই সাংসারিক অর্থে জ্ঞানী, অল্প লোকই ক্ষমতাবান, অল্প লোকই উচ্চবংশীয়। কিন্তু সংসারের চোখে যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্যে। এবং সংসারের চোখে যা-হীন, যা অবজ্ঞাত, যার কোন প্রতিষ্ঠাই নেই, ঈশ্বর তা-ই মনোনীত করেছেন, যা প্রতিষ্ঠিত, তা নস্যাৎ ক'রে দেবার জন্যে। কারণ তিনি চেয়েছেন, কোন মর্ত্য মানুষই তাঁর সামনে গর্ব করতে পারবে না। তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট-যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আছ। ঈশ্বরের বিধানে তিনিই হয়ে উঠেছেন আমাদের প্রজ্ঞা ও ধার্মিকতা; তাঁরই জন্যে আমরা লাভ করি পবিত্রতা, লাভ করি মুক্তি" (১করি ১:২৬-৩০)।

পল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমরা প্রভুর যে দান পেয়েছি তার জন্য আনন্দিত হতে পারি এবং জাগতিক মাহাত্ম্যের অনুসন্ধান না করি। যাদের সাথে আমাদের দৈনিক দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে তাদের সামনে যেন আমরা ভালবাসার আদর্শ হতে পারি। বাঙ্গালী-মন্দি, ওড়াওঁ-চাকমা, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত, যাজক এবং ব্রতধারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশী-বিদেশী, সুস্থ এবং অসুস্থ জনগণ এবং প্রতিবন্ধীদের... মাঝে আমরা যেন ঐক্যের আদর্শ হতে পারি। কেননা আমরা খ্রীষ্টেতে এক। আমাদের মাঝে এ আনন্দ এবং ঐক্য অনেকের জন্য হয়ে উঠুক উদ্দীপনার ঝর্ণাধারা।

আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, আমরা যেন আমাদের মুখ খোলার সুযোগ লাভ করি এবং নির্ভয়ে মঙ্গলসমাচারের রহস্য প্রকাশ করতে পারি যেহেতু আমরাও খ্রীষ্টের প্রতিনিধি – যেমন আপনি একইভাবে সংযুক্ত হয়েছেন।

প্রার্থনা করুন, তা প্রচারে আমরা তেমনি নির্ভয়ে বলতে পারি যেমনটি বলা উচিত। রোমীয়দের কাছে আপনার শেষ শুভেচ্ছা ও আবেদন আমি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর কাছে নিতে চাই : " খ্রীষ্টের প্রতি তোমরা যে কত অনুগত, সে কথা তো সকলেই জানে। আর তাই তোমাদের কথা ভেবে মনে আমি আনন্দই পাই। তবে এ-ও আমি চাই যে, যা ভাল, সে ব্যাপারে তোমাদের যেন জ্ঞানবুদ্ধি থাকে আর যা মন্দ, তা যেন কোন ভাবেই তোমাদের মনকে সংক্রামিত করতে না পারে। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের তলায় নামিয়ে এনে পিষে ফেলবেন। আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের নিত্যই ঘিরে রাখুক !" (রোমীয় ১৬:১৯-১০)

['A letter to St.Paul' - Fr. Franco Cagnesso, PIME, Dipta Sakshya, May, 2008, pg.25]